যায়যায়দিন

তারিখ 04 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

চট্টগ্রামে ৩৬ বছরে একটিও সরকারি স্কুল-কলেজ হয়নি

ডাবল শিফট ও সেকশন বাড়ানোর উদ্যোগ

জিয়াউল জিন্নু চট্টগ্রাম অফিস

১৯৭২ সালের পর চট্টগ্রামে কোনো সরকারি স্কুল ও কলেজ হয়নি। ৪০ লাখ মানুষের এ শহরে মাত্র নয়টি সরকারি স্কুল ও পাচটি সরকারি কলেজ রয়েছে। যে কারণে চট্টগ্রামের শিক্ষার্থীরা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে সম্প্রতি চট্টগ্রামে এক অনুষ্ঠানে স্বীকার করেছেন শিক্ষা উপদেষ্টা নিজেই। বাড়তি শিক্ষার্থীর চাপ মোকাবেলায় নগরীর চারটি সরকারি স্কুলে এর আগে ডাবল শিফট চালু করা হয়। বাকি পাচটি স্কুলে ডাবল শিফট চালু এবং এর জন্য শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষার্থী ভর্তির সম্ভাব্যতা যাচাই করতে সম্প্রতি একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটি আগামীকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তাদের রিপোর্ট জমা দেবে।

সম্প্রতি চট্টগ্রামে এক মতবিনিময় সভায় শিক্ষা ও বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান স্বীকার করেন, চট্টগ্রামে জনসংখ্যা যে হারে বেড়েছে সে অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়েনি। ১৯৭২ সালের পর চট্টগ্রামে কোনো সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। যে কারণে শিক্ষার প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে এখনকার শিক্ষার্থীরা। নতুন করে স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করা অনেক সময়ের ব্যাপার। এ বিষয়টি বিবেচনা করে সরকারি কয়েকটি স্কুলে ডাবল শিফট চালু করার প্রক্রিয়া চলছে।

ডাবল শিফট চালুর পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষার্থী ভর্তির সম্ভাব্যতা

যায়যায়দিনকে জানান, পাচটি স্কুলে ডাবল শিফট চালুর প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই করতে এ কমিটি এরই মধ্যে স্কুলগুলো পরিদর্শন করে সুপারিশ তৈরি করেছে। বুধবার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব নজরুল ইসলাম খানকে রিপোর্ট দেয়া হবে। কলেজে আসন সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়ে এখনো কোনো চিন্তাভাবনা নেই বলে জানান তিনি।

কমিটির উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হলো পাচটি স্কুলে ডাবল শিফট চালুর সুযোগ রয়েছে। যেসব স্কুলে এরই মধ্যে ডাবল শিফট চালু রয়েছে সেগুলোতে নতুন করে সেকশন বাড়ানো সম্ভব। এ জন্য নগরীর বাইরের স্কুলগুলো থেকে ডেপুটেশনে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। এর ফলে নতুন করে আরো অন্তত তিন হাজার শিক্ষার্থী সরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তির সুযোগ পাবে বলে সুপারিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ ইউসুফ যায়যায়দিনকে বলেন, প্রতি বছর সরকারি স্কুলে ভর্তি হতে রীতিমতো যুদ্ধে নামতে হয় শিক্ষার্থীদের। পছন্দমতো স্কুলে ভর্তি হতে না পেরে বেসরকারি স্কুলে ভর্তি হতে হয় বেশির ভাগ ভর্তিচ্ছুকে। এ জন্য সরকারি স্কুলে ডাবল শিফট চালু ও সেকশন বাড়ানোর পাশাপাশি বেসরকারি স্কুলের আসন বাড়ানো নিয়েও ভাবা হচ্ছে। এরই

মধ্যে ১৫ থেকে ২০টি স্কুলকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নতুন সেকশন খোলার অনুমতি দেয়া হতে পারে। তবে কলেজগুলোতে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু থাকায় ডাবল শিফট চালু করার সম্ভাবনা নেই বলে তিনি জানান।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, এরই মধ্যে ডাবল শিফট চালু রয়েছে এমন চারটি স্কুলের মধ্যে কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২ হাজার ২০০, ড. খাস্তগীর গার্লস হাই স্কুলে ২ হাজার ১২০, সরকারি মুসলিম হাই স্কুলে ২ হাজার ১০৮ এবং নাসিরাবাদ সরকারি বয়েজ স্কুলে ২ হাজার ৬৫।

একটি শিফট চালু রয়েছে এমন স্কুলের মধ্যে চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার ২৫৫, নাসিরাবাদ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৯৫০, সরকারি সিটি গার্লস স্কুলে ৫০০, হাজী মুহম্মদ মহসীন উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬৫০ এবং বাকলিয়া ল্যাবরেটরি স্কুলে ৯৫০ জন। এ পাচটি স্কুলে ডাবল শিফট চালু হলে নতুন কমপক্ষে তিন হাজার শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবে।

অন্যদিকে সরকারি পাচটি কলেজের মধ্যে শুধু সিটি কলেজে দুটি শিফট রয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ, হাজী মুহম্মদ মহসীন কলেজ, চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ এবং চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজে উচ্চ মাধ্যমিকে একটি করে শিফট রয়েছে। অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু থাকায় এসব কলেজে ডাবল শিফট চালু করা সম্ভব হচ্ছে